# উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ # ২৩, সংখ্যা # ৮০, জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

The Hunger Project.
BANGLADESH


## দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম ও সফলতার গল্প

### খুলনা অঞ্চল

**বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত হলো বৈচিত্র্যমেলা**

### বৈচিত্র্যময়তাকে ধারণ ও চর্চায় জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান

'সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের প্রত্যয়ে'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে বৈচিত্র্যময়তাকে ধারণ ও চর্চায় জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বাগেরহাটে বৈচিত্র্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্রেইভ প্রকল্পের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাগেরহাট শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে উক্ত বৈচিত্র্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনের শুরুতে পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফুল ইসলাম এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. বদিউল আলম মজুমদার। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, তরুণ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে বের হওয়া একটি শোভাযাত্রা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার পর আমন্ত্রিত অতিথিরা বাগেরহাট উপজেলা সদর, ফকিরহাট ও মংলা উপজেলার ২৪টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার তরুণদের উদ্যোগে স্থাপিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সহিংস উগ্রপন্থা নিরসন কমিটির সভাপতি এস কে হাসিব। অনুষ্ঠানে অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিজিয়া পারভিন, বাগেরহাট পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বাশিরুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আজগর আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাগেরহাট জেলা সভাপতি আব্দুল করিম খান, ব্রাহ্মণ সংঘের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চক্রবর্তী, এন্ডার ব্রাদার বিভুদান সর্দার প্রমুখ। এছাড়া বাগেরহাট উপজেলা সদর, ফকিরহাট ও মংলা উপজেলার ইয়ুথ, মেন্টর, পিভিই কমিটির সদস্য, নারীনেত্রী, জনপ্রতিনিধি ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

**আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে**

### বাগেরহাটের বিভিন্ন ইউনিয়নে ২০টি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন

তৃণমূলের মানুষের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে বাগেরহাটের বিভিন্ন ইউনিয়নে ২০টি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ১৫-২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মোড়েলগঞ্জ উপজেলার মোড়েলগঞ্জ ইউনিয়নের বিশারীঘাটা গ্রামে 'পোল্ট্রি পালন' বিষয়ক একটি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা মো. আলী আকবর। ছয় দিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে মুরগিকে ভ্যাকসিন দেওয়ার নিয়ম, মুরগি পালনে ঘরের পরিমাপ, মুরগির খাবার, মুরগি পরিচর্যার নিয়ম, প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে বিনামূল্যে কী কী ওষুধ পাওয়া যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষক মো. আলী আকবর জানান, মুরগি পালনে কোনো সমস্যা হলে যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারী ও ১ জন পুরুষ সনদপত্র গ্রহণ করেন।

**সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে**

### মোংলা সোনাইলতলা ইউনিয়নে সম্প্রীতি মেলা

বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার সোনাইলতলা ইউনিয়নে সম্প্রীতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোনাইলতলা এবিএস দাখিল মাদরাসার

আয়োজনে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ব্রেইভ প্রকল্পের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী (৮-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) এই সম্প্রীতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলায় পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

সোনাইলতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নারজিনা বেগম নাজিনা, সোনাইলতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ব্রেইভ প্রকল্পের মেন্টর সরদার হুমায়ুন কবীর, ব্রেইভ প্রকল্পের সমন্বয়কারী নাজমুল হুদা মিনা, সোনাইলতলা এবিএস দাখিল মাদরাসার শিক্ষক লুৎফর রহমান প্রমুখ অতিথি হিসেবে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি মেলার সমাপ্তি ঘটে।

## বরিশাল অঞ্চল

**বরিশালে 'সামাজিক সম্প্রীতি' সংলাপ**

### দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

৭ জানুয়ারি ২০২৩, বরিশাল শহরে সামাজিক সম্প্রীতি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রাউন কনভেনশন হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সংলাপের আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ। সংলাপটি আয়োজনে সহযোগিতা করে ফ্রিডম অব রিলিজিওন অ্যান্ড বিলিভ লিডারশিপ নেটওয়ার্ক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফুন নেসা এমপি। সভাপতিত্ব করেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মো. গাজী জাহিদ। সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রিডম অব রিলিজিওন অ্যান্ড বিলিভ লিডারশিপ নেটওয়ার্ক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহানাজ করিম, দি ডেইলি স্টার-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সুশান্ত ঘোষ, অধ্যাপক শাহ সাজেদা, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান সুপ্রভাত হালদার, বরিশাল ব্রজমহন কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নাদিরা আফরোজ, বীর প্রতীক এ কে এম মহিউদ্দিন মানিক। আয়োজনে মডারেটর হিসেবে ভূমিকা পালন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শশাঙ্ক বরণ রায়, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মেহের আফরোজ মিতা।

উক্ত সংলাপে বরিশাল জেলার সম্মানিত শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও ইয়ুথ সদস্য-সহ ১৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

সংলাপে 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকাই প্রধান' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় টিম চ্যাম্পিয়ন এবং ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ রানার্সআপ হয়।

সংলাপে ইয়ুথদের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক গান ও নাচ পরিবেশিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরা সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষায় সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংলাপের সমাপ্তি হয়।

**এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে**

### রহমতপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) ফলোআপ-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভিডিটির ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় গ্রামের সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় ঠিক করা হয়।

সভায় প্রত্যেক সদস্য এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলা-সহ গ্রামের উন্নয়ন ও নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য তারা উঠান বৈঠক আয়োজন ও স্থানীয়দের মাঝে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও নিজেদের আয় বাড়ানোর জন্য কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গ্রামের রাস্তা-ঘাট উন্নয়নে ভিডিটির ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য ভিডিটির সদস্যরা ইউপি সদস্যদেরকেও উক্ত ফলোআপ-সভায় যুক্ত করেন। উল্লেখ্য, প্রতি তিনমাস পরপর গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলোআপ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

## চট্টগ্রাম অঞ্চল

### উখিয়ায় 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে নাগরিকদের করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা পিএফজি'র উদ্যোগের 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে নাগরিকদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে হালদিয়া পালংয়ের জয়নব আলম লিপির বাড়িতে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উখিয়া পিএফজির সমন্বয়কারী নূর মোহাম্মদ সিকদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন উখিয়া পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর জয়নব আলম লিপি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর রাফিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ মোহাম্মদ বাপি, তাজুল ইসলাম, ওমর ফারুক।

আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা শান্তির শপথ গ্রহণ করেন। সভার সভাপতি নূর মোহাম্মদ সিকদার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

**'প্রয়োজনীয় পুষ্টিবার্তা ও স্বাস্থ্যবিধি' বিষয়ক উঠান বৈঠক**

### স্বাস্থ্য সচেতন হলেন ঢেমুশিয়া ও ডেমুশিয়া ইউনিয়নের ১০০ জন নারী

মা ও শিশুর অপুষ্টি রোধে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ১,০০০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢেমুশিয়া ও ডেমুশিয়া ইউনিয়নের চারটি ওয়ার্ডের নারীনেত্রীদের আয়োজনে 'অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা' বিষয়ক ৪টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত উঠান বৈঠকগুলোতে গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা এবং সন্তানের পুষ্টি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে গর্ভবতী মাকে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নেওয়া, ভারী কাজ করা থেকে বিরত থাকা, আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া, বাচ্চাকে ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ছয় মাস পরে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার খাওয়ানো ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের গুরুত্ব ইত্যাদি ফ্লিফচার্টের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি বৈঠকে ১৫-২০ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা অংশগ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তাদের করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ পান।

## ঝিনাইদহ অঞ্চল

### বৈশাখীর বাল্যবিবাহ বন্ধ ও তার লেখাপড়া নিশ্চিতকরণে ভিডিসির ভূমিকা

জুগীরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী আমেনা খাতুন বৈশাখী। সে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া রাইমনতলা গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবা মো. আনোয়ার হোসেন এক কৃষক। নানান ধরনের অসুস্থতার কারণে তিনি এখন শয্যাশায়ী।

মো. আনোয়ার হোসেনের দুই সংসার। দ্বিতীয় সংসারের ছোট মেয়ে আমেনা খাতুন বৈশাখী। দুই সংসার মিলে সদস্য সংখ্যা আটজন। প্রথম সংসারে ছয় সন্তান, আর দ্বিতীয় সংসারে দুই ছেলে-মেয়ে।

প্রথম সংসারের ভাই-বোনেরা আলাদা বসবাস করে। দ্বিতীয় সংসারে বৈশাখীর বড়ভাই কৃষিকাজ করেন। বাবা অসুস্থ থাকায় কোনো কাজকর্ম করতে পারেন না। উপরন্তু বাবার ওষুধ কেনা বাবদ প্রতি মাসে খরচ হয় প্রায় তিন হাজার টাকা। একজনের আয় থেকে সংসার খরচ ও ওষুধের ব্যয় নির্বাহ করে ছোটবোন বৈশাখীর শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে পাশের গ্রাম গোপালনগর থেকে নিকটাত্মীয় মো. লালন আলী বৈশাখীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। পাত্রের নাম সাইফুল। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। বিষয়টি জানাজানি হলে সহড়াবাড়িয়া রাইমনতলা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিসি) সভাপতি মাহাতাব উদ্দীন ও সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্য মাসুদ করিম বৈশাখীর বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে বলেন। বৈশাখীর মায়ের উদ্দেশ্য তারা বলেন, বাল্যবিবাহ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তখন বৈশাখীর মা জমেলা খাতুন বলেন, আমার মেয়েকে বিয়ে দিবো না যদি আপনারা আমার মেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেন। তখন মোস্তাফিজুর রহমান কয়েকজন ইয়ুথ সদস্যকে সাথে নিয়ে ষোলটাকা

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশার শরণাপন্ন হন। আনোয়ার হোসেন পাশা জুগীরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বরাবর একটি দরখাস্ত করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক বরাবর দরখাস্তে আনোয়ার হোসেন পাশা বৈশাখীকে বিনা বেতনে লেখাপড়া করার সুযোগ দানের সুপারিশ করেন।

ইউপি চেয়ারম্যানের সুপারিশের ফলে জুগীরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৈশাখীর লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বহন-সহ তার বেতন মওকুফ করে দেয়। একইসঙ্গে বৈশাখীকে প্রাইভেট পড়ানোর দায়িত্ব নেন ভিডিটির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এভাবে ভিডিটির সদস্যরা সম্মলিতভাবে বৈশাখীর পাশে দাঁড়ান, যাতে কোনোভাবেই তার শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির না হয়ে পড়ে। আমেনা খাতুন বৈখাশী এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, সে লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

## তৃণমূলের এক দক্ষ সংগঠক নারীনেত্রী ইভা আক্তার

নিজ কর্মপ্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন নারীনেত্রী ইভা আক্তার। একইসঙ্গে তিনি পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন গ্রামের অন্যান্য পিছিয়ে থাকা নারীদের।

ইভা আক্তারের জন্ম মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। বাবা-মায়ের চারসন্তানের চারজনই মেয়ে।

অভাবের সংসারে বড় মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়াই যেন ছিল তার বড় অভিশাপ। দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় একই ইউনিয়নের নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রামে বিয়ে হয়ে যায় ইভা আক্তারের। পরে সংসারের দায়িত্ব আর কর্তব্যের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু দরিদ্র মানুষের জন্য তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কমতি ছিল না। তিনি সবসময় ভাবতেন, তাদের নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি মো. নুরুজ্জামান-এর অনুপ্রেরণায় ইভা আক্তার 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণ তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক বিষয়ে তার জানা-বোঝা পরিষ্কার হয় এবং নিজের ও নিজ গ্রামের মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামে ফিরে এসে ইভা আক্তার ভিডিটি ও নিজ প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ৩০ জন নারীকে সংগঠিত করেন। তাদেরকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। তাই নিজেদের সমস্যাগুলো উত্তরণের জন্য একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা দরকার।

সকলের সিদ্ধান্ত ও মতামতের ওপর ভিত্তি করে নারীনেত্রী ইভা আক্তার ২০১৮ সালে ৩০ জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'নওদা হোগলবাড়িয়া মহিলা সমবায় সমিতি'। সমিতির সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকেন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সমিতির মূলধন। বর্তমানে সমিতির মূলধন প্রায় ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা।

সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যদেরকে নানান ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ইভা আক্তার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিসিক থেকে পাঁচজনকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। পাশাপাশি তিনি সকল সদস্যের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করেন এবং সবার সন্তানেরা যেন বিদ্যালয়মুখী হন সে ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

সমিতির সদস্যরা যাতে নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করতে পারেন ইভা আক্তার সেজন্য সদস্যদের বিনা সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করেন। এরফলে অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে থাকেন। বর্তমানে সমিতির ১৮ জন সদস্য সেলাইয়ের কাজ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষের মাধ্যমে প্রতি মাসে গড়ে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আয় করেন। ইভা আক্তার নিজেও নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি ও কবুতরের ছোট ফার্ম গড়ে তুলেছেন। এছাড়া তিনি তার স্বামীর সহায়তায় নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি ও ছাগলের মল থেকে সার তৈরি করেন, যা থেকে তাদের বাড়তি আয় হয়। ইভা বাড়ির আশেপাশে পতিত জায়গায় পেয়ারা ও লেবু-সহ নানা ধরনের ফলজ গাছসহ সবজি চাষ করেন। সবমিলিয়ে ইভার বর্তমান মাসিক গড় আয় সাত হাজার টাকা।

উপার্জনমূলক কাজের পাশাপাশি ইভা আক্তার বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি এবছর ভিডিটির উদ্যোগে স্কুল থেকে ঝরে পড়া আটজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সাতজনকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, নারীদের গর্ভকালীন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছেন ইভা আক্তার।

এসব কাজের মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজে ইভা আক্তারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তার মতো গ্রামের প্রতিটি নারী সচেতন হোক, স্বাবলম্বী হোক, পূরণ হোক তাদের নিজ নিজ স্বপ্নগুলো।

## বড় উদ্যোক্তা হতে চান ইয়ুথ লিডার শামীম হোসেন

জীবনে চলতে গেলে নানান বাঁধা-বিপত্তি আসে। সাহসী মানুষেরা সেসব বাঁধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান, নিজের জীবনে বয়ে নিয়ে আসেন সফলতা। অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন অনেকের কাছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী এমনই এক লড়াকু সৈনিকের নাম শামীম হোসেন।

শামীমের জন্ম ১৯৯৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর গ্রামে। অস্বচ্ছল পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান শামীম। বাবা মৃত হাসমত আলী, মাতা মোছা. মরফিনা খাতুন।

শামীমের লেখাপড়ার পাঠ শুরু হয় মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ২০১৫ সালের এসএসসি পাশের পর ভর্তি হন মেহেরপুর সরকারি কলেজে। ২০১৮ সালে এইচএসসি পাশ করে ভর্তি হন অনার্সে। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কারণে আর পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

শামীম ২০১৮ সালে কাজিপুর গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) ও গ্রামভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। ২০১৯ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত ইয়ুথ লিডারশিপ প্রশিক্ষণে (৯৭২তম ব্যাচ) অংশ নেন। চারদিনের প্রশিক্ষণ থেকে শামীম আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গুরুত্ব এবং আদর্শ ও স্বনির্ভর গ্রাম গঠনের উপায় সম্পর্কে জানতে পারেন।

শামীম প্রথমত নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার পরিকল্পনা নেন। তিনি 'পলাশী পাড়া সমাজকল্যাণ সংস্থা' থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কলা চাষ শুরু করেন। ঋণের কিস্তি হিসেবে প্রতি সপ্তাহে তাকে ১ হাজার ৩৫০ টাকা পরিশোধ করতে হতো।

প্রথম দফা কলা চাষের পর শামীম নতুন করে বছরে ২১ হাজার টাকা লিজে আরও দেড় বিঘা জমিতে ৫২০ পিচ কলা গাছ লাগান। এই কলা বাগান থেকে বছর শেষে তিনি আনুমানিক ২ লাখ টাকা মুনাফা অর্জনের আশা করছেন।

কলা চাষের পাশাপাশি শামীম নিজ বাড়িতে একটি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন।

করোনাকালীন দোকান-পাট বন্ধ থাকার কারণে তিনি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরে স্থানীয় একটি সমিতি থেকে ৩০ হাজার ঋণ নিয়ে নতুন করে মুরগির খামার পরিচালনা করা শুরু করেন। এখন প্রতি চালানে তিনি খামারে ৩০০টি মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসেন। ৪০ দিন লালন-পালনের পর বাচ্চাগুলো বিক্রির উপযোগী হয়। বাচ্চা বিক্রি করতে আরও দশ বা পনেরো দিন সময় লাগে। খামার পরিষ্কার করে নতুন বাচ্চা আনার জন্য আরও পাঁচদিন সময় লাগে। বর্তমানে প্রতি চালানে শামীমের গড়ে ২০ হাজার টাকা আয় হয়।

শামীম এখন একজন স্বাবলম্বী যুবক। তিনি নতুন করে আবার লেখাপড়া শুরু করেছেন। ভর্তি হয়েছেন কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে।

শামীম লেখাপড়া শেষ করে বড় উদ্যোক্তা হতে চান এবং নিজের গ্রামকে একটি আদর্শ ও স্বনির্ভর গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চান। শামীমের কাজ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এলাকার অনেক তরুণ এখন স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

## সিলেট অঞ্চল

**খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়নে নারীনেত্রী ফলো-আপ সভা**

### জলবায়ু সংকট সম্পর্কে সচেতন হলেন ১৪ জন নারীনেত্রী

সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়নে 'নারীর জীবনে জলবায়ুর প্রভাব: ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের করণীয়' শীর্ষক নারীনেত্রীদের ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন খুরমা দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব দীপক দাস। এতে ১৪ জন নারীনেত্রী উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীর ক্ষমতায়ন ইউনিটের কর্মকর্তা শাহীনা আক্তার।

সভায় জলবায়ু পরিবর্তন কী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ, মানুষ পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যা ঘটতে পারে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে সকল সংকট তৈরি হবে, বৈশিক প্রেক্ষাপটে নারীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার শেষ পর্যায়ে জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক করে করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

## কুমিল্লা অঞ্চল

**কুমিল্লায় সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক চারটি সংলাপ**

### সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

যুব সমাজের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতির ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কুমিল্লার হোমনা উপজেলা সদরে সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে উপজেলা শিল্পকলার একাডেমীতে উক্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এফওআরবি লিডারশিপ নেটওয়ার্ক-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. শাহনাজ করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শশাঙ্ক বরণ রায়। সংলাপে উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা ইব্রাহিম, হোমনা উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্পাদক রাজীব চৌধুরী-সহ অনেকে সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। এরপর সংলাপের প্রধান অতিথি সেলিমা আহমাদ এমপি, বিশেষ অতিথি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রেহানা বেগম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ক্ষেমালিকা চাকমা, পৌর মেয়র মো. নজরুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. মুহাসিন সরকার, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসিমা আক্তার সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ইয়ুথ মোবিলাইজেশন ইউনিটের সদস্য হাফিজুর রহমান।

এছাড়া ১৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে হোমনা সরকারি ডিগ্রি কলেজ, ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে তিতাস উপজেলার গাজীপুর খান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে তিতাস উপজেলার বিসমিল্লাহ কমিউনিটি সেন্টারে সামাজিক সম্প্রীতির ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

## ময়মনসিংহ অঞ্চল

### আলোকিত মানুষ হতে চান মাছুমা বেগ সম্পা

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার খাগডহর ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের এক সফল নারী ও আলোকিত মানুষ মাছুমা বেগ সম্পা। ২০১৪ সালে বিএ অনার্স এবং ২০১৬ সালে ইংলিশে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। কিন্তু তার লেখাপড়ার যাত্রাটা খুব সুখকর ছিল না। এইচএসসি পাস করার পর অর্থাভাবে বাবা তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। মাছুমা বাবা বিদেশে একটি কোম্পানিতে চাকরিতে করতেন। ২০০৮ সালে ইলেক্ট্রনিক ক্রটির কারণে আগুন লেগে কোম্পানিটি পুড়ে যায়। কাজ হারিয়ে খালি হাতে দেশে ফিরে আসেন মাছুমার বাবা। কোম্পানি কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা দিলেও পরবর্তীতে তা থেকেও বঞ্চিত হন তিনি। তাই আর্থিক সংকটের কারণে তিনি মাছুমার লেখাপড়ায় আপত্তি জানান।

২০১০ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত 'ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণে (২৪৭তম ব্যাচ) অংশ নেন মাছুমা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নতুন করে লেখাপড়া করার সাহস ও উদ্দীপনা পান। মায়ের গয়না বিক্রি ও বড় বোনদের সহযোগিতায় তিনি আবার লেখাপড়ার সুযোগ পান। লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজ বাড়িতে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়াতে শুরু করেন।

২০১৭ সালে জানুয়ারি মাসে মাছুমার বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুতে তাদের পরিবারে নেমে আসে শোক ও দুঃখের ছায়া। এই অবস্থায় ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে কালিকাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন মাছুমা। অনেক বাধা ও কষ্টকে জয় করে মাছুমা জীবন সংগ্রামের আরেক ধাপে পা বাড়ান। সেই সঙ্গে নিজেকে আলোকিত মানুষ হিসেবে এবং নিজের ভালো লাগা থেকে সামাজিক সচেতনতা ও উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন তিনি। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে প্রাইভেট পড়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাছুমা। তিনি নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে সমাজে কাছে তুলে ধরা এবং সমাজের প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে আলোকিত করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি মনে করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন, তাহলেই গড়ে উঠবে আগামীর সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

## রংপুর অঞ্চল

### নার্সারি করে সফল অবিনাশ রায়

উত্তরের জেলা রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার বেতগাড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা অবিনাশ রায়। ছয় পুত্রসন্তান ও এক কন্যাসন্তান নিয়ে বাবা অলঙ্গ রায়ের পরিবার। তাই সবসময় অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। অভাবের সংসারে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পান অবিনাশ। এরপর সংসারের আয়-উপার্জনের হাল ধরতে হয় তাকে।

২০২০ সালে অবিনাশ তার কাকা উজ্জীবক দীজেন্দ্র নাথ রায়ের মাধ্যমে জানতে পারেন তাদের গ্রামে একটি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। অবিনাশ সে বছরের নভেম্বর মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় পরিচালিত নার্সারি পরিচালনা বিষয়ক এক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। দুই দিনের সেই প্রশিক্ষণে তিনি কীভাবে গাছের চারা তৈরি, যত্ন ও কলম করতে হয় তা হাতে-কলমে শেখার সুযোগ পান। প্রশিক্ষণের পর অবিনাশ নিজ এলাকায় এক একর

জমি লিজ নিয়ে নার্সারি শুরু করেন। তার নার্সারিতে বর্তমানে ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছ মিলে প্রায় ১ লাখ গাছের চারা রয়েছে। চারাগুলোর বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। অবিনাশের নার্সারিতে পাঁচজন শ্রমিক কাজ করেন। তিনি এখন একজন স্বাবলম্বী মানুষ। নার্সারি থেকে প্রতি মাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আয় করেন তিনি। অবিনাশ রায় তার এক ছেলে ও এক মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার স্বপ্ন দেখেন।

## রাজশাহী অঞ্চল

### বাগমারায় আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করলেন ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডররা

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডরের উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে এক ফলোআপ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় ছাত্র সমাজের মেম্বার সেক্রেটারি মো. সোহেল রানা। সভায় বাগমারা উপজেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সমস্যা চিহ্নিত করা-সহ পিএফজির আচরণবিধি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপজেলার সমসাময়িক সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, কৃষি জমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের বিষয়গুলো তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা।

আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহৎ দুই রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয় পার্টি নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বাগমারাতে সহিংসতা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করেন বাগমারা উপজেলার ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডররা।

রাজশাহীর ছয়টি পিএফজির স্বাক্ষরিত আচরণবিধি পর্যালোচনা করে সভায় বাগমারা উপজেলার উপস্থিত ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডররা ছাত্র নেতাদের জন্য একটি আচরণবিধি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় ছাত্র সমাজের বাগমারা উপজেলার মেম্বার সেক্রেটারি মো. সোহেল রানা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বাগমারা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নাজমুল হোসেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ভবানিগঞ্জ কলেজ শাখার সম্পাদক মিলন হক আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেন।

ফলোআপ সভায় ১৫ জন ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাগমারা পিএফজির কো-অর্ডিনেটর মাহামুদুল হাসান প্রিন্স, বাগমারা পিএফজির অ্যাম্বাসেডর মেসবাউল হক দুলু, আব্দুল মজিদ, আবু তালেব প্রামাণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

### শিরিনা খাতুন এখন স্বাবলম্বী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি

ইচ্ছাশক্তি থাকলে মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে এবং নিজের ও সমাজের কল্যাণে কাজ করতে পারে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন উজ্জীবক শিরিনা খাতুন। শিরিনা রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের করিশা পোস্ট গ্রামের বাসিন্দা। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। স্বামী পেশায় একজন গ্রাম পুলিশ। বাবার বাড়ির মতো স্বামীর সংসারেও সেই চিরাচরিত অভাব। এভাবেই দিন কাটতে থাকে শিরিনার।

২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে বাকশিমইল উচ্চ বিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণের (২,২১২তম ব্যাচ) আয়োজন করা হয়। শিরিনা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি একজন নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব, আত্মশক্তি বৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি নবশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন।

প্রশিক্ষণের পর শিরিনা প্রথমে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। নিজ বাড়িতে শুরু করেন হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন। ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন তিনি। এর পাশাপাশি একজন উজ্জীবক হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন, অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, গর্ভবতী নারীদের কমিউনিটি ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া, ইউনিয়ন পরিষদের সেবা পেতে স্থানীয় নারীদের সহায়তা করা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে চলেছেন তিনি।

উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন উজ্জীবক শিরিনা খাতুন

শিরিনা খাতুন ২০১৬ সালে বাকশিমইল ইউনিয়ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন। কিন্তু অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। কিন্তু আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখেন। ২০২২ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে তিনি সংরক্ষিত ইউপি নির্বাচিত হন। জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর শিরিনার কাজের পরিধি বেড়ে যায়। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু

কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিরিনা খাতুন মনে করেন, উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তাকে নতুন জীবন দিয়েছে, নিজেকে স্বাবলম্বী করা ও সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আরও মনে করেন, একজন উজ্জীবক সবসময়ই উজ্জীবক, যার কাজ হলো নিজে উজ্জীবিত থাকা এবং অন্যদেরও উজ্জীবিত থাকতে সহায়তা করা।

## গণগবেষণা

### গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গাংনী এলাকা কার্যালয়ে সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ১৬৫টি সমিতির ৫৮ প্রতিনিধি তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্বাচনটি পর্যবেক্ষণ করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুর হক মন্টু। নির্বাচনটি পরিচালনা করেন গাংনী লুৎফুন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ মোহা. জাকির হোসেন এবং দৈনিক আমাদের সূর্যোদয়ের নির্বাহী সম্পাদক ও বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকমের জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন।

উপজেলা ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির ১১টি পদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে ২ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন এবং গণগবেষণা সম্পাদক পদে ২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল অনুসারে সভাপতি পদে মো. আব্দুর রব, সহ-সভাপতি পদে মো. মিঠুন রানা, সহ-সভাপতি পদে (নারী) মোছা. বাবিতা আক্তার রুনা, সাধারণ সম্পাদক পদে মো. কাফিরুল ইসলাম এবং সাংগঠিক সম্পাদক পদে হাসি বিশ্বাস জয়ী হন। উল্লেখ্য, মোট ৫৮টি ভোটের মধ্যে ৪৬ জন ভোট দেন এবং তিনজন 'না ভোট' দেন। ফলাফল ঘোষণার পর সৈয়দ মোহা. জাকির হোসেন নব-নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

### 'আদান প্রদান ডটকম': গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর অনন্য ও ভিন্নধর্মী উদ্যোগ

পণ্য ক্রয়-বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ভেজালমুক্ত ও গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের নিশ্চয়তা নিয়ে 'আদান প্রদান ডটকম' শিরোনামে ভিন্নধর্মী এক ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম।

এই উদ্যোগের ফলে গণগবেষক দলের সদস্যরা ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের পাশাপাশি নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারবেন। পরবর্তীতে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনলাইন বা অফলাইনে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বা উৎপাদনে যুক্ত হতে পারবেন বলেও মনে করেন এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম নেতৃবৃন্দ। তারা জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় গড়ে ওঠা গণগবেষক দলের নিজস্ব উদ্যোগ হিসেবে গাংনী উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ২৭৫টি সমবায় সমিতির ১০ হাজার সদস্য ও তাদের পরিবারকে এই ব্যবসার মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা ফোরামের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সমিতির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি সমিতিকে সেন্টার হিসেবে ধরে সমিতির সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে পাইকারি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে গণগবেষক দলের সদস্যরা যে সকল পণ্য উৎপাদন করেন সেসব পণ্য অনলাইন ও অফলাইনে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে কাঁথুলি ইউনিয়নের 'স্বপ্ন পূরণ', 'আঁধার আলো' এবং 'সমাজকল্যাণ' গণগবেষক দলের সদস্যদের চাহিদা অনুসারে চাল, ডাল, তেল, খেজুর, ডিটার্জেন্ট পাউডার-সহ ২০ প্রকারের পণ্য পাইকারি মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী এই ব্যবসার উদ্বোধন করা হয়। 'স্বপ্ন পূরণ গণগবেষণা সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক এবং উপজেলা জিজিএস ফোরামের সহ-সভাপতি মিঠুন রানার নিকট ২০ হাজার টাকার পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এই সময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সোহেল রানা, এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন, গাংনী উপজেলা গণগবেষণা ফোরামের সভাপতি আব্দুর রব এবং উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ সম্পাদক মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।


| সম্পাদক | নির্বাহী সম্পাদক | কৃতজ্ঞতা স্বীকার | প্রকাশকাল |
|---|---|---|---|
| ড. বদিউল আলম মজুমদার | নেসার আমিন | দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ | ১০ মে ২০২৩ |

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২ (লেভেল: ৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭, ওয়েব: www.thpbd.org, ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh